দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের অভিমত

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

স্কুল পড়ুয়া শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বেশি করে সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন দেশের বিশিষ্টজনরা। গতকাল বিকালে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ছোটদের আনন্দবার্ষিকীর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তারা। তারা বলেন, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিশুদের পরীক্ষার নামে সারাক্ষণ মানসিক চাপে রাখা হয়। ফলে তারা খুব কমই সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে তারা পরিবেশ, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে কিছুই শিখতে পারছে না। সরকার ও সুশীল সমাজের লোকদের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে।

চন্দ্রাবতী একাডেমি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে চন্দ্রাবতী একাডেমি ছোটদের আনন্দবার্ষিকী-'কথার রহীম শাহ', 'সাতসকাল', 'আজ ছুটিবার' ও 'অনেক আকাশ' বই প্রকাশ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, চিত্রশিল্পী হাশেম খান ও রফিকুন নবী, এবি ব্যাংক লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহমেদ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চন্দ্রাবতী একাডেমির নির্বাহী পরিচালক কামরুজ্জামান কাজল।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাস থাকা দরকার। যেটি করেছে চন্দ্রাবতী একাডেমি। আশা করি, তাদের এই বইগুলো শিশুদের সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের যে বইগুলো দেয়া হয় তা অতি নিম্নমানের। শিশুরা তাই এ বইগুলো পড়ে কোনো আনন্দ পায় না। সরকার ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্টদের বিষয়টির দিকে নজর দেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শামসুজ্জামান খান বলেন, এদেশের শিশুরা আজ ভালো নেই। তারা আজ মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে নিরাপদ নয়। তারা এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে, তাদের যে পাঠ্যপুস্তকগুলো পড়ানো হচ্ছে তাতেও তারা বাইরের পরিবেশ, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে কিছুই শিখতে পারছেন না।

চিত্রশিল্পী হাশেম খান বলেন, আমাদের শিশুরা পড়তে চায়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষায় পাস ছাড়া কোনো কিছুই শেখাচ্ছে না। তাই শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে ফেলে শিশুদেরকে পড়াশুনার পাশাপাশি সহ-শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।